দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

খুলনার ১১ স্কুল কলেজের সরকারিকরণ আটকে আছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

আনুষঙ্গিক অনেক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর খুলনা বিভাগের স্কুল, কলেজ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ প্রক্রিয়া এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে আটকে আছে। এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন মিললেই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিসহ সকল কার্যক্রম শুরু হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি দীর্ঘ দেড় বছরের অধিক সময় বাস্তবায়ন না হওয়ার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে বড় বাধা মনে করছেন শিক্ষক-কর্মচারি ও অভিভাবকরা।

খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ৫ মার্চ নগরীর খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের জনসভায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিশ্রুতির সাথে খুলনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইকবালনগর বালিকা বিদ্যালয়, দৌলতপুর মুহসিন স্কুল (বালক), খালিশপুরের পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

খুলনায় ১১ স্কুল কলেজের

২০ পৃষ্ঠার পর

হাজী মুহসিন কলেজ, রূপসা উপজেলার বেলফুলিয়ায় বঙ্গবন্ধু কলেজ সরকারিকরণ ও দৌলতপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন এবং প্রধানমন্ত্রী দাকোপে এলবিকে কলেজ, সাতক্ষীরার মুহসিন কলেজ, মেহেরপুরের মুজিবনগর কলেজ, ঝিনাইদহের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান কলেজ এবং যশোরের শার্শা উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ কলেজ সরকারিকরণের ঘোষণা দেন। সরকারিকরণের শর্ত অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ডিড অব গিফটের মাধ্যমে ইতিমধ্যে সরকারের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক হিসাবও সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ সকল সম্পন্ন হওয়ার আগে মন্ত্রি পরিষদে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয় খুলনা বিভাগের ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য। সরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুসঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন ফাইল আটকে থাকায় থমকে রয়েছে সকল কাজ।